প্রজিত জানা

পৃথিবীর ভোজনের শেষে

লেখার টেবিল থেকে সরে আসি
অন্য এক হলুদ কবরে। সেখানে পাতারা
ঝরে অবিরাম। পরিত্যক্ত, বাসি শব্দ
বাতিল ফুলের মতো পাশ ফেরে
কবেকার সুগন্ধির
ফেলে আসা নীলিমার দিকে

পৃথিবীর ভোজনের শেষে
আমাকে এলাচি দিও জাসমিন
রঙিন মশলা ভরে রাংতা জড়িয়ে
রেখো পানপাতা। বাহারি সুপুরি

বসন্ত বিগত প্রায়। অস্থি শিরা স্নায়ু জুড়ে
জরার তীক্ষ্ণ দাঁত বিস্তারিত যেন
মাথার ভিতরে এক
অবিরল পত্রহীন পত্রের মর্মর

বৃক্ষটি ন্যাড়া ও রুগ্ন। শুকনো ডালে
তবু তার হাওয়ায় পাখিরা উড়ে আসে
তাদের শরীরে মেঘ। তাদের ডানায় যেন
শেষ অস্তগামী রেখা জ্বলে।

গিলগামেশ

আর কত ভয়, গিলগামেশ। ভয় পেতে পেতে
পৃথিবীর সকল দুঃসাহস চুপিসারে
গিলগামেশ, ভয়ের পালা শেষ হল
একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর সবই অনিশ্চিত
এ জীবন খামখেয়ালের, আর এই জন্ম
তো কেবলই আকস্মিকের হাতে বন্দী।

অনেক যুগ আগে বন্দর ছেড়েছিল যে জাহাজ
সে আর ফিরতে চায় না কোথাও...
এক মহাদেশ সরে এল অন্য আর এক মহাদেশের দিকে
পুড়ে ছাই হল ইতিহাসের অস্থি
স্বপ্নহত্যায় আমিষ গুপ্তপুঁথি...
শরীর থেকে খসে পড়ল ডানা
গ্রন্থ থেকে তরঙ্গবিদ্যুৎ
ঘুমের ভিতর পলাতক জেব্রাদের ক্ষুরের আঘাত
কপালে, লম্বা দৌড়ে ক্রমশ পিছিয়ে যাওয়া
নেকড়ের পায়ের ছাপ। চামড়ার ভিতরে
ও কীসের অদৃশ্য সংকেত গিলগামেশ
প্রত্যেক শতাব্দী শেষ হলে
আবার নতুন করে ও কীসের মুখোশ
কে কার আড়ালে থাকে, মুখোশ না মানুষের মুখ
মুখোশেরও চোখ নাক মুখ ও কপাল
একটু একটু করে গজিয়েছে, এতটা নিখুঁত
কোনটা মুখোশের আর কোনটা মুখের
চট করে বোঝা মুশকিল, তাছাড়া প্রতিটা যুগের
নিজস্ব সামাজিক দুরত্ব আছে
শরীরের সাথে ছায়ার, ছায়ার সাথে মৃত্যুর
অধিকারের সাথে দায়িত্বের
কবিতার সাথে বাণিজ্যসফলতার
ঝোড়ো হাওয়া ও ডুবো পাথরের সাথে জাহাজডুবির
লক্ষ্যভ্রষ্ট হারপুনের সাথে আহত তিমির...

তোমার শৌর্য আজ বৃথা গিলগামেশ, তোমার
দীর্ঘ সফর, জলপথ, নির্জন দ্বীপ, হারানো বন্দর সব আজ বৃথা।
তুমি টের পাওনি, কখন
জরা ও পরাজয় এসে ঘাঁটি গেড়েছে
তোমার স্নায়ু ও মজ্জায়, সময়ের ধারালো নখ
গেঁথে গেছে তোমার দুই চোখে